আপনার নিজের অর্থ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বাইবেলের শিক্ষা

রব জে. হাইন্ডম্যান

আলোচ্য সূচী

০১. প্রথমে তাঁর রাজ্যের বিষয়ে চেষ্টা করুন, এবং
তাহলে ঈশ্বর আপনার প্রয়োজন পূরণ করবেন ৪

০২. আপনার যতটুকু আছে তাই দেবার জন্য প্রস্তুত থাকুন ৫

০৩. অর্থ লোভ আমাদেরকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়.....৭

০৪. আপনার যা কিছু আছে তা নিয়েই সুখী থাকুন ৮

০৫. অলসতা দারিদ্রতা সৃষ্টি করে ৯

০৬. ব্যয় করার আগে সাঠিকভাবে পরিকল্পনা করুন.....৯

০৭. অল্প অল্প করে সঞ্চয় করার চেষ্টা করুন..... ১২

০৮. কখনই দেওয়া ও নেওয়া থেকে বিরত থাকুন..... ১৩

০৯. ঋণ দেওয়া ও নেওয়া থেকে বিরত থাকুন..... ১৪

১০. কারো জন্য জামিন (গ্যারান্টর) হবেন না..... ১৭

আপনার নিজের অর্থ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বাইবেলের শিক্ষা

বাইবেল অত্যান্ত পরিষ্কারভাবে বলে, আমাদের সব অর্থ সম্পদ ঈশ্বরের দেওয়া উপহার দান।

> "সদাপ্রভু দরিদ্র করেন ও ধনী করেন, তিনি নত করেন ও উন্নত করেন" (১ম শমূয়েল ২:৭)।

আমার অনেক বেশি টাকা পয়সা থাক আর খুব কম থাক - পরিমাণ যাই হোক না কেন সেটাই ঈশ্বরের উপহার দান। আপনার টাকা পয়সার পরিমাণ যাই হোক না কেন, সেটা কখনই ধার্মিকতার প্রতিফলন নয়। যীশু কখনই পাপ করেননি, কিন্তু তিনি অত্যন্ত দারিদ্র ছিলেন। এমনকি রাতে তার শোবার জায়গাটি পর্যন্ত ছিল না (লূক ৯:৫৮)। আবার অন্যদিকে অব্রাম বিশাল ধনবান হওয়া সত্ত্বেও ধার্মিক হিসাবে বিবেচিত হয়েছিলেন (আদিপুস্তক ১৩:২)।

ঈশ্বর তাঁর কিছু সন্তানকে ধন সম্পদ আবার কিছু সন্তানকে দারিদ্রতা দান করেছেন। আমাদের অবশ্যই উচিত ঈশ্বর আমাদেরকে যতটুকু দিয়েছেন তাই ভাল মনে গ্রহণ করা ও তার সঠিক ব্যবহার করা ঈশ্বর আমাদেরকে যা দিয়েছেন তার একটুও অপচয় করা উচিত নয়। আবার আমরা তাঁর কাছ থেকে যতটুকু পেয়েছি সে বিষয়ে কখনই অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়।

এই ছোট পুস্তিকায় আমরা আমাদের ব্যক্তিগত অর্থ সম্পদ সম্পর্কে বাইবেলের নীতিমালা নিয়ে আলোচনা করব। এর সবগুলো উদ্ধৃতি বাইবেলের হিতোপদেশ ও নূতন নিয়মের বিভিন্ন পুস্তক থেকে নেওয়া হয়েছে। আলোচনার প্রথম চারটি নীতিমালা অর্থ সম্পদ সম্পর্কে আমাদের মনোভাব কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কিত পঞ্চম নীতিটি অর্থনৈতিক কাজ সম্পর্কে আমাদের মনোভাব কেমন হওয়া উচিত এবং শেষ পাঁচটি নীতিতে আমাদের অর্থ সম্পদ সঠিকভাবে পরিচালনা করার বিষয়ে কিছু পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

অর্থ সম্পর্কিত দশ আজ্ঞা

১.	প্রথমে তাঁর রাজ্যের বিষয়ে চেষ্টা করুন এবং তাহলে ঈশ্বর সব প্রয়োজন পূরণ করবেন	হিতোপদেশ ২২:৪; মথি ৬:৩৩
২.	আপনার যতটুকু আছে তাই দেবার জন্য প্রস্তুত থাকুন	হিতোপদেশ ১৯:১৭; লূক ৬:৬৮
৩.	অর্থ লোভ আমাদেরকে ধ্বংশের পথে নিয়ে যায়	হিতোপদেশ ২৮:২০; ১ তীমথিয় ৬:১০
৪.	আপনার যা কিছু আছে তা নিয়েই সুখী থাকুন	হিতোপদেশ ২৩:৪-৫, ইব্রীয় ১৩:৫
৫.	অলসতা দারিদ্রতা সৃষ্টি করে	হিতোপদেশ ১৪:২৩; ২য় থিষল ৩:১০-১২
৬.	ব্যয় করার আগে সঠিকভাবে পরিকল্পনা করুন	হিতোপদেশ ২৪:২৭; লূক ১৪:২৮-৩০
৭.	অল্প অল্প করে সঞ্চয় করার চেষ্টা করুন	হিতোপদেশ ২১:২০; ১ম করিন্থীয় ১৬:২
৮.	কখনই বেহিসাবী ব্যয় করবেন না	হিতোপদেশ ২৩:২০-২১; লূক ১৫:১১-৩২
৯.	ঋণ দেওয়া ও নেওয়া থেকে বিরত থাকুন	হিতোপদেশ ২২:৭; রোমীয় ১৩;৮
১০.	কার জন্য জামিন (গ্যারান্টার) হবেন না	হিতোপদেশ ২২:২৬-২৭

১. প্রথমে তাঁর রাজ্যের বিষয়ে চেষ্টা করুন এবং তাহলে ঈশ্বর আপনার সব প্রয়োজন পূরণ করবেন।

"নম্রতার ও সদাপ্রভুর ভয়ের পুরস্কার হইল ধন, সম্মান ও জীবন" (হিতোপদেপ ২২:৪)।

"কিন্তু তোমরা প্রথমে তাঁহার রাজ্য ও তাঁহার ধার্মিকতার বিষয়ে চেষ্টা কর, তাহা হইলে ঐ সকল দ্রব্যও তোমাদিগকে দেওয়া হইবে।" (মথি ৬:৩৩)

অনেক সময় অনেক অর্থনৈতিক সমস্যা এই কারণে তাকে যে আমরা অনুভব করি। ঈশ্বর তখনই আমাদের প্রতি সদয় হবেন যদি আমরা গুরুত্ব বিবেচনা করে সব কিছুর খরচ করি, অথচ তিনি কেবল তাদের প্রতিই আশীর্বাদ দান করেন, যারা বিনম্র বা বিনয়ী, যারা ঈশ্বরকে ভয় করে যারা তার রাজ্য ও ধার্মিকতার জন্য চেষ্টা করে। ঈশ্বর অবশ্যই এ বিষয়টি নিশ্চিত করবেন যে, তাঁর প্রতি বিশ্বস্থ লোকদের সকল চাহিদা তিনি পূরণ করবেন। এ জন্য আপনি যদি প্রচুর অর্থ পেয়ে ধনী হবার চেয়ে বিশ্বাসে ধার্মিক হিসাবে ধনী হওয়ার ব্যাপারটি বেশি গুরুত্বদেন তাহলে ঈশ্বর তাকে আশীর্বাদ করবেন। আমাদের এ বিষয়ে আরও যত্নবান হতে পারি যেন ধার্মিকতা অর্জনের চেয়ে প্রচুর ধন- সম্পদ অর্জনের জন্য আমাদের অর্থ ও শক্তি- সমতা প্রয়োগ না করি। এর অর্থ হচ্চে আমরা শুধুমাত্র কাজ করার জন্য এত লম্বা সময় ব্যয় না করি যাতে আমাদের বিশ্বাস নিয়ে অন্যের সাথে সহভাগিতা করার কিংবা বাইবেল পড়ার কিংবা প্রার্থনায় ঈশ্বরের সাথে কথা বলার কোন সময় সুযোগ না থাকে। আবার আমাদের শুধু পড়াশুনা করার জন্যও এত সময় ব্যয় না করা উচিত যেন বাইবেল ক্লাশ ও প্রার্থনা সভায় যোগ দেবার সময় থাকে। ঈশ্বরের কাজ সর্ব প্রথম স্থান পাওয়া উচিত। চাকরীর কাজ কিংবা পড়াশুনা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিন্তু ঈশ্বরের কাজ প্রথমে করে তারপর ঐ সব কাজ আমরা করতে পারি।

২. আপনার যতটুকু আছে তাই দেবার জন্য প্রস্তুত থাকুন

> "যে দরিদ্রকে কৃপা করে, সে সদাপ্রভুকে ঋণ দেয়; তিনি তাহার সেই উপকারের পরিশোধ করিবেন।" (হিতোপদেশ ১৯:১৭)
>
> "দেও, তাহাতে তোমাদিগকেও দেওয়া যাইবে; লোকে প্রচুর পরিমাণে চাপিয়া ঝাঁকাইয়া উপচিয়া পড়িবার মত করিয়া তোমাদের কোলে দিবে; কারণ তোমরা যে পরিমাণে পরিমাণ কর, সেই পরিমাণে তোমাদের জন্য ও পরিমাণ করা যাইবে।" (লূক ৬:৩৮)

এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, আমরা যখন ঈশ্বরকে দেবার জন্য প্রস্তুত থাকি তখন ঈশ্বর আমাদেরকে কত ব্যাপকভাবে আশীর্বাদ দান করনে। একজন্য যখন আমরা অন্যের প্রতি দয়া করি তখন তিনি আমাদেরকে অফুরন্ত ভাবে সব কিছু দেবেন।

আবার এটাও সত্য দয়া করে দান করার মধ্যে দিয়ে আমরা যেন ধনী হয়ে যাই, এ প্রতিজ্ঞা তিনি করেননি। আপনি এই চিন্তা করে গরীবদের মাঝে আপনার সব টাকা-পয়সা বিলিয়ে দেবেন না যে, ঈশ্বর আপনাকে প্রচুর ধনসম্পদ দেবেন। কিন্তু একথা ঠিক যে, আপনি যে মন বা দৃষ্টিতে অন্যের প্রতি দয়া করবেন ঠিক সেই দৃষ্টিতে আপনার প্রতি ঈশ্বর আশীর্বাদ করবেন। মোশীর আইনে ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের প্রতিবছর তাদের সকল আয়ের এক দশমাংশ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে দান করতে বলেছেন (দ্বিতীয় বিবরণ ১৪:২২, লেবীয় পুস্তক ২৭:৩০)। যীশু খ্রীষ্টের অনুসারীদের রয়েছে ব্যাপক স্বাধীনতা এবং এই দশমাংশ দেওয়া তাদের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু তাদের ঈশ্বরের কাজের জন্য দান করার কথা বলা হয়েছে। আয়ের কতটুকু দিতে হবে তার কোন ধরাবাধা নিয়ম নেই, তবে কতটুকুত দিবেন তা আপনার উপরে নির্ভর করে।

সাধারণ সব মানুষই সভাবজাতভাবে স্বার্থপর এবং নিজের পকেট থেকে দেওয়া সত্যিই বেশ কঠিন কাজ। ফলে কাজটি করা বিশ্বাসীদের জন্য চ্যালেঞ্জের। পৌলের কথায় যিনি নিয়মিতভাবে দান করার পালন করেন সেটিই তার জন্য বড় বিষয় নয়, বরং অন্যের প্রতি খ্রীষ্টিয়ানদের ভালবাসা অবশ্যই হতে হবে দয়ামায়ার সাথে।

> "প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আপন হৃদয়ে যেরূপ সঙ্কল্প করিয়াছে, তদনুসারে দান করুক, মনোদুঃখপূর্বক কিম্বা আবশ্যক বলিয়া না দিউক; কেননা ঈশ্বর হৃষ্টচিত্ত দাতাকে ভালবাসেন।" (২য় করিন্থীয় ৯:৭)

দরিদ্র মানুষকে দান করলে ঈশ্বর আমাদেরকে যা যা দিয়েছেন তার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের মনোভাবকে প্রকাশ করে। ঈশ্বর আমাদের জন্য যা যা কিছু দিয়েছেন দান করার মধ্যে দিয়ে তার অনেক কিছু আমরা ফেরত পাই।

অনেক লোকের নির্ধারিত কিছু জায়গা বা বিষয় আছে বেতন পাবার সাথে সাথে প্রতি মাসে সেখানে কিছু কিছু ব্যয় করেন। এর পর সব সময় কিছু টাকা আলাদা করে রাখা হয় যেন যখনই ঈশ্বরের কাছ থেকে আমাদের কিছু পাবার আশা থাকে বা তিনি দেবেন বলে ঠিক করেন কেবল তখনই সেই

অর্থ আমরা খরচ করে থাকি (ইফিষীয় ২:১০; দ্বিতীয় বিবরণ ১৫:৭-১০; ২য় করিন্থীয় ৮:১-২)।

৩। অর্থ লালসা আমাদেরকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়

> "বিশ্বস্ত লোক অনেক আশীর্বাদ পাইবে; কিন্তু যে ধনবান হইবার জন্য তাড়াতাড়ি করে, সে অদণ্ডিত থাকিবে না।" (হিতোপদেশ ২৮:২০)
>
> "কিন্তু যাহারা ধনী হইতে বাসনা করে, তাহারা পরীক্ষাতে ও ফাঁদে এবং নানাবিধ মূঢ় ও হানিকর অভিলাষে পতিত হয়, সেই সকল মনুষ্যদিগকে সংহারে ও বিনাশে মগ্ন করে। কেননা ধনাসক্তি সকল মন্দের একটা মূল" (১ম তীমথিয় ৬:৯-১০)

যীশু বলেছেন তুমি যদি ধনী হও তবে তোমার পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যের অংশীদার হওয়া খুব কঠিন ব্যাপার।

> "ধনবানের পক্ষে স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করা দুষ্কর... ঈশ্বরের রাজ্যে ধনবানের প্রবেশ করা অপেক্ষা বরং সূচের ছিদ্র দিয়া উটের যাওয়া সহজ।" (মথি ১৯:২৩-২৪)।

একটা সূচের ছিদ্র দিয়ে উট এর প্রবেশ করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। ঠিক একই রকম ভাবে আপনি যদি ধনী হওয়ার চেষ্ট করেন তবে আপনি ঈশ্বরের রাজ্যের যাবার পথকে নিজেই বাধাগ্রস্থ করে তুলছেন।

ধনী হওয়ার চেষ্ট করা একটা লালসা বা লোভ। আর ঈশ্বর এই লোভকে এতটাই ঘৃনা করেন যে তিনি এই ধনী হওয়ার চেষ্টাকে প্রতিমাপূজার সাথে তুলনা করেছেন। সে কারনে বলা হয়েছে একথা যে, তোমরা ঈশ্বর ও অর্থ উভয়েরই সেবা করতে পারো না (মথি ৬:২৪) ফলে এখনই সতর্ক হন যে আপনি টাকা পয়সা আয় করার কত বেশি সময় ও শক্তি খরচ করেছেন। এটা কি আপনাকে ঈশ্বরের পথে চলার ক্ষেত্রে কোন বাধার সৃষ্টি করছে? লূক ১২:১৫-২১ পদগুলো পড়ুন দেখুন, একজন মানুষের বেশি বেশি করে অর্থ আয়ের জন্য কিভাবে তাকে জীবন দিয়ে মূল্য দিতে হল।

৪. আপনার যা আছে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকুন

"ধন সঞ্চয় করিতে অত্যন্ত যত্ন করিও না, তোমার নিজ বুদ্ধি হইতে ক্ষান্ত হও। তুমি যখন ধনের দিকে চাহিতেছ? তাহা আর নাই; কারণ ঈগল যেমন আকাশে উড়িয়া যায়, তেমনি ধন আপনার জন্য নিশ্চয়ই পক্ষ প্রস্তুত করে।" (হিতোপদেশ ২৩:৪-৫)

"তোমাদের আচার-ব্যবহার ধনাসক্তিবিহীন হউক; তোমাদের যাহা আছে, তাহাতে সন্তুষ্ট থাক; কারণ তিনিই বলিয়াছেন, "আমি কোন ক্রমে তোমাকে ছাড়িব না, ও কোন ক্রমে তোমাকে ত্যাগ করিব না।" (ইব্রীয় ১৩:৫)

আপনি কি আসলে মনে করেন যে আপনি টাকা পয়সার বদৌলতে সুখী হতে পারবেন? এই মরণ ফাঁদ সম্পর্কে দূরে থাকুন। অনেক মানুষ সহজেই এই ফাঁদে পা দেন, এই যুক্তিতে যে, তাদের আরও বেশী অর্থের প্রয়োজন। ঈশ্বর আমাদেরকে যা দিয়েছেন তা নিয়ে অসন্তুষ্ট হওয়া কতই না সহজ এবং এটা কল্পনা করা কতই মধুর যে প্রচুর টাকা পয়সা ও ক্ষমতা কতই সুখ ও অনাবিল আনন্দ বয়ে আনতে পারে জীবনে। বাস্তবিক পক্ষে আধুনিক সব বিজ্ঞাপন আমাদেরকে খুব সহজেই এই ধরনের চিন্তা করতে সাহায্য করে। কিন্তু কখনই এটা ঠিক নয়। এ জন্য রাজা শলোমন খুব প্রভাবের সাথেই এ কথা লিখেছেন।

"যে ব্যক্তি রৌপ্য ভালবাসে, সে রৌপ্যে তৃপ্ত হয় না; আর যে ব্যক্তি ধনরাশি ভালবাসে, সে ধনাগমে তৃপ্ত হয় না; ইহাও অসার।" (উপদেশক ৫:১০)

"এই কথা আমি অনটন সম্বন্ধে বলিতেছি না, কেননা আমি যে অবস্থায় থাকি, তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে শিখিয়াছি। আমি অবনত হইতে জানি, উপচয় ভোগ করিতেও জানি; প্রত্যেক বিষয়ে ও সর্ববিষয়ে আমি তৃপ্ত কি ক্ষুধিত হইতে, এবং উপচয় কি অনটন ভোগ করিতে দীক্ষিত হইয়াছি। যিনি আমাকে শক্তি দেন, তাঁহাতে আমি সকলই করিতে পারি।" (ফিলিপীয় ৪:১১-১৩)

৫। অলসতা দারিদ্রতা নিযে আসে

"সমস্ত পরিশ্রমেই সংস্থান হয়, কিন্তু ওষ্ঠের বাচালতায় কেবল অভাব ঘটে।" (হিতোপদেশ ১৪:২৩)।

"কারণ আমরা যখন তোমাদের কাছে ছিলাম, তখন তোমাদিগকে এই আদেশ দিতাম যে, যদি কেহ কার্য করিতে না চায়, তবে সে আহারও না করুক। বাস্তবিক আমরা শুনিতে পাইতেছি, তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ অনিয়মিতরূপে চলিতেছে, কোন কার্য না করিয়া অনধিকারচর্চা করিয়া থাকে। এই প্রকার লোকদিগকে আমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে আদেশ ও উপদেশ দিতেছি, তাহারা শান্ত ভাবে কার্য করিয়া আপনাদেরই অন্ন ভোজন করুক।" (২য় থিষলনীকীয় ৩:১০-১২)।

কিছু কিছু লোক গরীব থাকে তাদের অলসতার কারণে। তারা নানা কথা বলে তাদের সময় কাটায় কি কি করতে চায় বলে, কিন্তু কখনই সব কাজ করার জন্য বাস্তবে চেষ্টা করে না। যদি আমরা কথা বলি কিন্তু কার্যে না করি তবে আমরা গরীব থেকে যাব । ঈশ্বর চান যেন আমরা প্রচুর পরিশ্রম করি। ঠিক যেমনটি আমাদের প্রভু যীশু তার জন্য করেছেন।

"যাহা কিছু কর, প্রাণের সহিত কার্য কর, মনুষ্যের কর্ম নয়, কিন্তু প্রভুরই কর্ম বলিয়া কর" (কলসীয় ৩:২৩)।

৬। খরচ করবার আগে পরিকল্পনা করুন

"বাহিরে তোমার কার্যের আয়োজন কর, ক্ষেত্রে আপনার জন্য তাহা সম্পন্ন কর, পরে তোমার ঘর বাঁধ।"। (হিতোপদেশ ২৪:২৭)।

"বাস্তবিক দুর্গ নির্মাণ করিতে ইচ্ছা হইলে তোমাদের মধ্যে কে অগ্রে বসিয়া ব্যয় হিসাব করিয়া না দেখিবে, সমাপ্ত করিবার সঙ্গতি তাহার আছে কি না? কি জানি ভিত্তিমূল বসাইলে পর যদি সে সমাপ্ত করিতে না পারে, তবে যত লোক তাহা দেখিবে, সকলে তাহাকে বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিবে, বলিবে, এ ব্যক্তি নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু সমাপ্ত করিতে পারিল না।" (লূক ১৪:২৮-৩০)।

এই শাস্ত্রাংশে দুটি দেখায় যে, আমাদের অবশ্যই আগে পরিকল্পনা করা উচিত যে কোন বিষয়ে শুধু কোন একটা বাড়ী তৈরী করবার জন্য আমাদের সমস্ত ধন সম্পদ ও সময় ব্যয় করা উচিত নয়। আমাদের অবশ্যই চিন্তা করা উচিত বাড়ী তৈরীর কাজ শেষ বলে আমাদের সবার ও পোষাক পরিচ্ছদ কিনবো কোন টাকা দিয়ে। এ জন্য কখনই আমাদের এত বড় কোন ব্যয়ের কাজে হাত দেওয়া উচিত নয়। যেটা শেষ করবার মত সামর্থ থাকবে না অথবা কাজটি শেষ করে যেয়ে পড়ে বাঁচার মত যথেষ্ট টাকা থাকবে। আমাদের টাকা পয়সা কিভাবে খরচ করব সে বিষয়ে সঠিক পরিকল্পনার উপরই নির্ভর আমরা কতটা জ্ঞান বুদ্ধির সাথে তা পরিচালনা করতে পারব। স্মরণে রাখা দরকার যে, আমাদের কাছে যে পরিমাণ অর্থ সম্পদই থাকুক না কেন তা ঈশ্বরেরই দেওয়া উপহার, এ জন্য তা খরচ করার ব্যাপারে আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত।

বাড়ী তৈরীর বাজেট করার উদাহরণটি পরিকল্পনার বড় একটি উদাহরণ প্রকৃত পরিকল্পনা সেটাই যা আপনাকে আপনার আয়ের জন্য ব্যবহারের চিন্তা করতে সাহায্য করে। পরবর্তী পৃষ্টায় এ সম্পর্কে কতগুলো উদাহরণ দেখানো হয়েছে।

যেহেতু প্রত্যেক মানুষের প্রয়োজন ও পরিস্থিতি ভিন্ন ভিন্ন রকমের এজন্য এই সব উদাহরণের ঠিক যে কোন একটাকে ধরে নিয়েই নিজের বাজেট বা পরিকল্পনা করা ঠিক হবে না।

আপনার নিজের জন্য বাজেট তৈরী করবার সব থেকে ভালো উপায় হচ্ছে আপনার আগের কয়েকটা মাসের খরচের খাতগুলো কি কি ছিল তার একটা তালিকা তৈরী করা। লিখুন কোন খাতে আপনি কত ব্যয় করেছিলেন। এর পর প্রতিটি খাতের মাসভিত্তিক গড় করে ফেলুন। এই গড় পরিমাণ অর্থকে শুচনা করে নিয়ে এগিয়ে এবং চিন্তা করুন যে, আগামী মাসে এই খাতে খরচের পরিমাণ বাড়ার বা কমার সম্ভবনা রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ আপনি গড় খরচগুলো দেখলে বুঝতে পারবেন যে, আগামী মাসে একটি খাতের মধ্যে যাতায়াত খাতে একটু কম খরচ করবার পরিকল্পনা করা উচিত যেন দান করার পরিমাণ আর একটু বাড়ানো যায় আপনার যে টাকা আছে তারই মধ্যে থেকে।

আয়	১০০০ টাকা	২০০০ টাকা	৪০০০ টাকা	৬০০০ টাকা	৮০০০ টাকা
খরচ সমূহ					
দান	১০০	২০০	৪০০	৬০০	৮০০
ঘর ভাড়া	৩০০	৬০০	১২০০	১৬০০	২০০০
খাবার	৪০০	৭০০	১২০০	১৬০০	২০০০
পোষাক	২০	৪০	৮০	১২০	১৬০
স্কুলের খরচ	০	২০	৮০	১২০	১৬০
যাতায়াত	১৫০	৩০০	৬০০	৯০০	১২০০
মেডিকেল	২০	৪০	৮০	১২০	১৬০
সঞ্চয়	১০	১০০	৩০০	৫০০	৮০০
অন্যান্য	০	০	৬০	৪৪০	৭২০

টেবিল - সম্ভাব্য কিছু খরচের খাত (বাজেট): এখানে লক্ষণীয় বিভিন্ন খাতগুলোর খরচের পরিমাণ নির্ভর করে আপনার সম্পূর্ণ আয়ের উপরে। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য এর পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন। আপনার নিজের পরিস্থিতি ও প্রয়োজন অনুসারে যতটুকু প্রযোজ্য সেটাই আপনি ধরবেন। এই মোট খরচ (সঞ্চয়সহ) অবশ্যই আপনার মোট আয়ের সমান হতে হবে।

আর যখন বাজেট বা খরচের পরিকল্পনা করেন তখন অবশ্যই নীচের কথাগুলো মনে রাখতে হবে।

- প্রত্যেক মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। টেবিল যে খাতের জন্য যে ব্যয় ধরা হয়েছে সে বিষয়ে চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই। বরং আপনার নিজস্ব প্রয়োজন ও পরিস্থিতি অনুসারে যেটা সঠিক মনে হবে সে অনুসারে বাজেট তৈরী করুন।

- কিছু টাকা সঞ্চয় হিসাবে রাখা হচ্ছে কিনা তা খেয়াল রাখুন। পরিকল্পনা বা চিন্তাধারার বাইরে রয়েছে এমন কোন বিষয়ের চাহিদা মেটানো কিংবা দীর্ঘ মেয়াদী কোন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সঞ্চয় করা

প্রয়োজন। উদাহরণ স্বরূপ, আপনি এ বছরের শেষ দিকে হয়ত আপনার বাড়ীর কিছু মেরামত কাজ করতে চান, কিংবা আপনি হয়ত একটা বাইসাইকেল কিনতে চান। এ ধরনের দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা করা ও সঞ্চয় করা আবশ্যক।

- পরিকল্পনায় কিছু টাকা দান খাতে রাখা হয়েছে কিনা তা খেয়াল রাখুন। আমরা আগেই দেখেছি আমরা যাতে সকলেই দান করি সেটা আশা করা হয় সব সময়। এ ক্ষেত্রে আমরা কত গরীব অথবা কতটা ধনী সেটা বড় বিষয় নয়। কিন্তু ঈশ্বর যাকে যতটুকু দিয়েছেন সে অনুসারেই সে দান করতে পারে।

- আপনার পরিকল্পনাটি করতে হবে অবশ্যই আপনার আয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। যতটুক আয় করবেন ততটুকুই তো খরচ করতে পারবেন।

প্রায় প্রতিদিনই জিনিষপত্রের দাস বাড়ে বা কমে, এ জন্য পরিকল্পনায় যে পরিমাণ অর্থ ধরা হয় সেটার উপরই বেশি কঠোর থাকা ঠিক হবে না। তবে যতটা ঐ পরিমাণ ঠিক রাখা যায় ততই ভালো। ফলে আপনার উপার্জিত অর্থের উপর আপনার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ক্রমশ বাড়িয়ে দেবে এবং আপনার ব্যক্তিগত বা পারিবারিক অর্থ ব্যবস্থা বা শৃংখলার পরিমাণ বাড়িয়ে দেবে এবং আপনি যখন পরিকল্পনার বাইরে বিশেষ কোন খরচের বিষয় নিয়ে সমস্যায় পড়বেন তা মোকাবেলা করতে সাহায্য করবে।

৭. অল্প অল্প করে সঞ্চয় করুন

"জ্ঞানীর নিবাসে বহুমূল্য ধনকোষ ও তৈল আছে; কিন্তু হীনবুদ্ধি তাহা খাইয়া ফেলে।" (হিতোপদেশ ২১:২০)।

"সপ্তাহের প্রথম দিনে তোমরা প্রত্যেকে আপনাদের নিকটে কিছু কিছু রাখিয়া আপন আপন সঙ্গতি অনুসারে অর্থ সঞ্চয় কর; যেন আমি যখন আসিব, তখনই চাঁদা না হয়।" (১ম করিন্থীয় ১৬:২)।

পরিকল্পনা গুরুত্বপূর্ণ একটা আশা হচ্ছে সঞ্চয় করা। আমাদের যা আছে তার সবই খরচ করে ফেলা কখনই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ভবিষ্যত নিয়ে অবশ্যই চিন্তা করা উচিত। কারণ হঠাৎ করে যখন অপ্রত্যাশিতভাবে বড়

কোন খরচ সামনে এসে যাবে তখন হয়ত আমরা তার মোকাবেলা করতে পারব না।

"যে ব্যক্তি হস্ত দ্বারা সঞ্চয় করে, সে অধিক পায়।"
(হিতোপদেশ ১৩:১১)।

ওপরের করিন্থীয় বিশ্বাসীদের কাছে লেখা চিঠিতে পৌল করিন্থীয় বিশ্বাসীদেরকে যিরূশালেমের গরীব বিশ্বাসী ভাইবোনদের জন্য কিছু কিছু সঞ্চয় করার জন্য পরামর্শ দেন। তিনি তাদেরকে পরামর্শ দেন যেন তারা প্রতি সপ্তাহে কিছু কিছু করে জমা রাখেন যেন যখন সমস্যা আসে তখন তারা তা মোকাবেলা করতে পারেন। এই একই নীতি আমাদের জন্যেও সমানভাবে প্রযোজ্য। কারণ এখনকার অল্প অল্প সঞ্চয় ভবিষ্যতের কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলা করার বড় হাতিয়ার।

৮. আপনার অর্থের অপব্যবহার করবেন না

"মদ্যপায়ীদের সঙ্গী হইও না, পেটুক মাংসভোজীদের সঙ্গী হইও না; কারণ মদ্যপায়ী ও পেটুকের দৈন্যদশা ঘটে, এবং ঢুলু ঢুলু ভাব মনুষ্যকে নেক্‌ড়া পরায়।" (হিতোপদেশ ২৩:২০-২১)।

"এক ব্যক্তির দুই পুত্র ছিল; তাহাদের মধ্যে কনিষ্ঠ আপন পিতাকে কহিল, পিতঃ, সম্পত্তির যে অংশ আমার ভাগে পড়ে, তাহা আমাকে দেও। তাহাতে তিনি তাহাদের মধ্যে ধন বিভাগ করিয়া দিলেন। অল্প দিন পরে সেই কনিষ্ঠ পুত্র সমস্ত একত্র করিয়া লইয়া দূরদেশে চলিয়া গেল, আর তথায় সে অনাচারে নিজ সম্পত্তি উড়াইয়া দিল। সে সমস্ত ব্যয় করিয়া ফেলিলে পর সেই দেশে ভারী আকাল হইল, তাহাতে সে কষ্টে পড়িতে লাগিল।" (লূক ১৫:১১-১৪)।

বাইবেল আমাদেরকে শিক্ষা দেয় আমরা যেন আমাদের টাকা পয়সা অতিরিক্ত অসংযমের সাথে ও অপচয় করার মাধ্যমে অপব্যবহার না করি। বাইবেলের হারানো ছেলের দৃষ্টান্তে আমরা দেখি, ছোট ছেলেটি তার ভাগের সব টাকা পয়সা নিয়ে অনেকটা বন্য বা নষ্ট জীবন যাপন করল এবং একসময় তার প্রচন্ড অভাব দেখা দিল। এ জন্য আমরা যখন টাকা পয়সা খরচ করি তখন নিজেদের কাছে এই প্রশ্ন করা উচিত। আমরা যে কারণে

টাকা খরচ করছি সেটা আসলেই করা প্রয়োজন এবং সঠিক ভাবে কি খরচ করছি? বিশেষভাবে বড় ধরনের কোন খরচের পরিকল্পনা করার এ বিষয়ে যথেষ্ট যত্নবান হওয়া উচিত। যেমন, কোন নতুন ব্যবসা শুরু করা অথবা নতুন গাড়ী কেনা অথবা কোন বিয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা। ব্যবসা শুরু করার সময় অবশ্যই কোন আকারে শুরু করা উচিত এবং ক্রমশ আস্তে আস্তে সফলতার জন্য প্রথম অবস্থাতেই খুব খরচ করার প্রয়োজন হয় না। অথবা আপনি গাড়ী কিনতে চান তবে একটু থামুন ও চিন্তা করুন যে, সত্যিই আপনার গাড়ী কেনার প্রয়োজন আছে কিনা বা আসলেই গাড়ী কেনার জন্য আপনার কাছে যথেষ্ট টাকা পয়সা আছে কিনা।

গাড়ী না কিনে বিকল্প কোন যাতায়াত ব্যবস্থা করতে পারেন কিনা সেটা সস্তা ও আরও উপযোগী হয়। এভাবে গাড়ী কিনতে গিয়ে কি আপনার অন্যান্য কোন খুব প্রয়োজনীয় খাতের চাহিদা মেটাতে কি সমস্যা হবে?

বিয়ের অনুষ্ঠান থাকলে এক ধরনের টাকার ফাঁদের মত। খুব জাঁকজমক ও ব্যয়বহুল আয়োজন কখনই বিবাহ অনুষ্ঠানের মাহাত্ম বাড়াতে পারে না। সাধারণত বন্ধু বান্ধব ও আত্বিয়-স্বজনরা খুব বড় বিয়ে অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য চাপ সৃষ্টি করে কিন্তু আপনার আত্মীয় স্বজন বা বন্ধুরা কি চাইতেছেন সেটা চিন্তা না করে, ঈশ্বর কি চান সেটা করা উচিত। মাত্র একদিনের জন্য চিন্তা করুন। বরং কম খরচে অথচ আকর্ষনীয় বিয়ে অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করা যায় কিভাবে তা চিন্তা করুন। মনে রাখবেন আমাদের সব টাকা পয়সা ঈশ্বরের দেওয়া উপহার দান। আমরা কখনই তার অপচয় করতে পারি না।

৯. ঋণ ও ধার নেওয়ার ব্যাপারে সতর্ক হন

"ধনবান দরিদ্রগণের উপরে কর্তৃত্ব করে, আর ঋণী মহাজনের দাস হয়।" (হিতোপদেশ ২২:৭)

"তোমরা কাহারও কিছু ধারিও না, কেবল পরস্পর প্রেম ধারিও" (রোমীয় ১৩:৮)।

যখন কোন বড় ধরনের খরচ সামনে আসে তখন মানুষ প্রায়ই দেখা যায় কোন ব্যাংক থেকে কিংবা কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে কিংবা অর্থ লগ্নকারী

ব্যক্তির কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে চায়। এটা করার আগে খুব সতর্ক হন। অনেকেই এমন অপ্রয়োজনীয় ও বোকার মত ঋণ নিয়ে বড় ধরনের অর্থসংকটের সমস্যায় পড়েছেন। ঠিক যেভাবে হিতোপদেশ পুস্তকে জ্ঞানী শলোমন বলেছে ঋণী ঋণদাতার চাকর (বা দাস) হয়। যখনই আপনি কারো কাছ থেকে টাকা ধার নেন তখন আপনি তার কাছে দয়া বা করুনার পাত্র হয়ে যান। আর এভাবে অনেক লোকই ধার শোধ দিতে গিয়ে তাদের সর্বস্ব হারিয়েছে। কারণ যারা টাকা ধার দেয় তারা কখনই দয়ামায়া দেখায় না।

ঋণ নেবার সব থেকে বড় সমস্যা হল ঋণ শোধ দেবার সাথে সাথে সুদও দিতে হয়। এই সুদ হচ্ছে, ঋণদাতা আপনাকে টাকা ধার দিয়ে যে সেবাদান করেছে ধার নেওয়া টাকার সাথে সেই সেবার মূল্য দেওয়া। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় এই সুদের পরিমাণ অত্যন্ত বিশাল হয়ে থাকে।

একটা উদাহরণ দেখা যাক এ বিষয়ে ধরুন আপনি কোন অর্থলগ্নীকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান থেকে মাসিক ৫% হারে ২০,০০০/- টাকা ধার নিয়েছেন। তার অর্থ হচ্ছে আপনি প্রতি মাসে ঋণের কিস্তি দেবার সাথে সাথে যে পরিমাণ ঋণ রয়েছে তার উপর ৫% হারে সুদও প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন। পাঁচ বছরে যদি এই ঋণ শোধ করতে চান তবে প্রতি মাসে ঋণের কিস্তি ও সুদ আসবে ১০৫৭/- । পাঁচ বছর পরে আপনি তাকে প্রদান করবেন ৫ X ১২ X ১০৫৭ = ৬৩,৪০০/-। এখানে দেখা যাচ্ছে মাত্র বিশ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে এর তিনগুনেরও বেশী টাকা দিতে হয়েছে। অর্থাৎ শুধুমাত্র সুদ হিসাবে দিতে হয়েছে আসল টাকার ৪৩,৪০০/- গত পাঁচ বছরে।

অনেক ক্ষেত্রে বড় অংকের ঋণের কারণে এত বেশি সুদ দিতে হয় যে ঋণ গ্রহিতা একসময় আর শোধ দিতে পারেন না। ফলে তিনি ঋণ দানকারীর কাছে আটকে যায়। এমনকি আপনার জীবন ও স্ত্রী পরিবার সন্তানদের জীবনও ঋণ ফাঁদ হিসাবে দেখা যায় ঋণী তার ঋণ শোধ করুক ঋণ দানকারি তা চায় না ঋণী যেন সারাজীবন ধারের সুদ দিতে থাকে। তবে ব্যাংকে লোন তার থেকে ভালো কারণ সুদ দিতে হলে অর্থলগ্নীকারী ব্যক্তির

চেয়ে তা কম। নীচের উদাহরণটি দেকায় যে বিশেষভাবে ব্যাংকে লোনের ক্ষেত্রে কিভাবে পরিশোধ করতে হয়-

সুদের হার	মাসিক কিস্তি	মোট
১২% প্রতি বছর	৪৪৫.০০	২৬,৭০০.০০
১৪% প্রতি বছর	৪৬৫.০০	২৭,৯০০.০০
১৬% প্রতি বছর	৪৮৬.০০	২৯,২০০.০০
১৮% প্রতি বছর	৫০৮.০০	৩০,৫০০.০০
৫% প্রতি মাস	১০৫৭.০০	৬৩,৪০০.০০
১০% প্রতি মাস	২০০৭.০০	১২০,৪০০.০০

পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে লোন শোধ দিতে গেলে সুদ প্রদানের পরিমাণও বেড়ে যায়। পরিশোধ করার সমর্থন থাকলে অথবা খুব বেশি দরকার না থাকলে এ জন্য কখনই ঋণ নেওয়া উচিত নয়।

আপনি কি ঋণ নেবার কথা ভাবছেন? তাহলে অবশ্যই নীচের পদক্ষেপগুলো অনুসরন করুন।

১. নিজের কাছে প্রশ্ন করুন, লোন কি খুবই দরকার? সব থেকে ভালো হয় বিভিন্ন দিকের খরচ থেকে কিছু কিছু সঞ্চয় করুন। ফলে লোন নিয়ে বিশাল সুদ দেবার হাত থেকে রক্ষা পাবেন। অনেকে ব্যক্তিগত জীবনে খুবই শৃংখলাহীন ও লোভী। তাদের চাহিদা অনেক বেশি এবং তারা অপেক্ষাও করতে চান না। এ ব্যাপারে সতর্ক হোন, এবং ভালোভাবে নিশ্চিত হোন যে, আসলেই আপনার লোন নেওয়া দরকার কিনা।

২. ঈশ্বরের পরিচালনা ও জ্ঞান লাভের জন্য প্রার্থনা করুন। আপনার যা টাকা আছে তার সবই ঈশ্বরের দান, এবং নিশ্চয় আপনি চান না সুদ দেবার মত বাজে কাজে তা খরচ করতে। ঈশ্বরের কাছে জানতে

চান, তার দেওয়া অর্থ আপনি সব থেকে ভালো কিভাবে খরচ করতে পারেন।

৩. নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সব লোন পরিশোধ করার মত একটা সঠিক পরিকল্পনা তৈরী করুন। লোন নেবার পর প্রতি মাসের খরচের পরিকল্পনায় লোন পরিশোধের জন্য নির্দিষ্ট একটি পরিমাণ অর্থ অবশ্যই ধরতে হবে এবং ঋণ খেলাপী না হবার আগেই রীতিমত তা পরিশোধ দিতে হবে। লোনের কিস্তি ও সুদ সহ মোট যে পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করা প্রয়োজন তা প্রতি মাসে দেবার সমর্থ না থাকলে লোন নেবার চিন্তা বাদ দিন।

৪. যারা টাকা ধার দেয় তাদের কাছে না গিয়ে বরং কোন ভালো লোকের সাথে লোন নেবার বিষয়ে পরামর্শ করুন। আপনার সমস্ত পরিকল্পনা নিয়ে ঐ পরামর্শ দাতার সাথে কথা বলুন এবং পরে নিজের সুবিধা অনুসারে সিদ্ধান্ত নিন। লোন নেওয়া আসলেই কতখানি দরকার এবং পরিশোধ করার পরিকল্পনাটি সঠিক বা বাস্তবসম্মত হয়েছে কিনা।

১০. কখনই কারো জন্য জামিন হবেন না

"যাহারা হস্তে তালি দেয় ও ঋণের জামিন হয়, তাহাদের মধ্যে তুমি এক জন হইও না। যদি তোমার পরিশোধের সঙ্গতি না থাকে, তবে গায়ের নিচে হইতে তোমার শয্যা নীত হইবে কেন?"
(হিতোপদেশ ২২:২৬-২৭)

যাকে লোন দেওয়া হবে সে ঠিকমত পরিশোধ করতে পারবে কিনা তা ভালোভাবে বোঝার পরই ঋণদাতা ঋণ দিয়ে থাকে, তাছাড়া ঋণ গ্রহীতা সম্পর্কে ঋণদাতা ভালোভাবে নাও জানতে পারেন। এ জন্য ঋণগ্রহীতার পক্ষে কেও একজন জামিনদান করলে ঋণ প্রদান করতে তার জন্য সুবিধা হয়। অর্থাৎ ঋণগ্রহীতা ঋণ শোধ দিতে ব্যর্থ হলে জামিনদাতা সেই ঋণ পরিশোধ করবেন। একে ঋণের "নিরাপত্তা" কিংবা নিশ্চয়তা প্রদান বলে বিবেচনা করা যায়।

সুতরাং সাধারণত দেখা যায় ধনী আত্মিয় স্বজনদের কাছে গরীব ঋণ গ্রহিতা তার নিরাপত্তা বা নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য জামিন হবার জন্য বলেন। ফলে

ধনী আত্মিয় স্বজনরা গরীব ঋণ গ্রহিতা পরিশোধের একটা নৈতিক দায়িত্ব অনুভব করেন। তবে প্রায়ই দেখা যায় ঋণদাতার চিন্তাই সঠিক হয়েছে, জামিনদাতাকেই ঋণ পরিশোধ করতে হচ্ছে। কারণ ঋণ গ্রহকারী ঋণ পরিশোধ করতে পারছেন। ফলে সব বোঝা জামিনদাতার উপরে আসে। হিতোপদেশ পুস্তকে বহুবার এভাবে জামিন হওয়ার বিরুদ্ধে কথা বলা হয়েছে। হিতোপদেশ ৬:১-৫ অংশটি মনোযোগ দিয়ে পড়ুন। জামিনদাতার ক্ষেত্রে ঋণের বোঝা গ্রহণ করা অনেক ক্ষেত্রে একটা মরণ ফাঁদের মত এবং যে কোন ভাবেই হোক না কেন তাকে এই সমস্যা থেকে বাঁচার জন্য সমস্ত অপরিশোধিত ঋণ পরিশোধ করতে হয়।

অন্যের ঋণের জন্য জামিন হওয়া অনেকের দৃষ্টিতে খুবই বোকামী কাজ। ঈশ্বর আপনাকে যে অর্থ উপহার হিসাবে দিয়েছেন এটা তার নিশ্চিত অপব্যবহার এবং এটা কখনই নিজেকে বা অন্য কাউকে সত্যিকার সাহায্য করে না।

আপনার কাছে এমন কোন ঘনিষ্ট বন্ধু বা আত্মীয় আসে জামিন হবার জন্য তখন তাকে ফিরিয়ে দেওয়া সত্যিই খুব কঠিন কাজ। কিন্তু জামিন হবার চেয়ে তাকে এবং নিজেকে এই অর্থের বোঝার হাত থেকে রক্ষার জন্য ভিন্ন কোন উপায় বা কৌশল খুঁজে বেড় করা আবশ্যক। বিকল্প যে সাহায্যটি আপনাদের উভয়ের জন্যই হবে সত্যিকার মঙ্গল জনক।

উপসংহার

টাকা পয়সার সঠিক ব্যবহারের উপর দশটি বাইবেলীয় নীতিমালা সম্পর্কে লিখুন এবং সেগুলি বাস্তবে প্রয়োগ করার জন্য ঈশ্বরের সাহায্য চান। আমরা অর্থ ও ঈশ্বরকে সমানভাবে সেবা করতে পারি না, কিন্তু অর্থ আমাদের আছে তার সঠিক ব্যবহার করে আমরা ঈশ্বরের সেবা ও প্রশংসা করতে পারি।

“কেননা ঈশ্বর হৃষ্টচিত্ত
দাতাকে ভালবাসেন।”
২য় করিন্থীয় ৯:৭

খ্রীষ্টাডেলফিয়ান বাইবেল স্টুডেন্টস্

পি ও বক্স নং ৯০৫২, বনানী, ঢাকা, ১২১৩, বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত
৩বি, ৩২১ যোধপুর পার্ক, কোলকাতা, ৭০০০৬৮, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Bible Teaching on Managing Your Money
by Rob J Hyndman

Published by:

Christadelphian Bible Students
P.O. Box 9052, Banani, Dhaka, 1213, **Bangladesh**
3B, 321 Jodhpur Park, Kolkata, 700068, West Bengal, **India**

© Copyright Bible Text: BBS OV Re-edit (with permission)

This booklet is translated and published with the kind permission of Printland Publishers, G.P.O. Box 159, Hyderabad, 500 001, India.

First Edition November 2005